R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই চৈত্র, ১৪১৭।
৩০শে মার্চ ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

নির্বাচন বিধিতে এবার ভোটারদের কাছে সব কিছুই নতুন

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রার্থীদের দেয়াল লিখনের ছবিসহ মাপ, ঐ দেয়ালের মালিকের সঙ্গে সাক্ষাত করে প্রার্থী তাঁর সম্মতি নিয়েছেন কিনা সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চলছে। অবজারভারদের গাড়ী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এলাকায় এলাকায়। কোন জায়গায় প্রার্থীর কর্মীসভা হলে সেখানে কতগুলো চেয়ার আছে, এর জন্য অনুমতি নেয়া হয়েছে কিনা তারও তদন্ত চলছে। ভাগীরথী ব্রীজের গায়ে বা সরকারী দেয়ালে এবার কোন প্রচার নেই। নয়া নির্বাচন বিধিতে সবকিছুই এবার ভোটারদের কাছে নতুন – অন্য রকম। মদ্যপদের ধরলেই বহরমপুর চালান দেয়া হচ্ছে বলে খবর। রাতে ফাঁকা মাঠে বসে নেশা বা গল্পগুজব সব কিছু বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক রাতে রাস্তায় চলাচল করলে রীতিমত কারণ দেখাতে হচ্ছে। বিয়ে বাড়ীর নিমন্ত্রণ খেয়ে একটু রাতে বাড়ি ফেরার পথে (শেষ পাতায়)

সাগরদীঘিতে সিপিএমের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সিপিএমের ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : কংগ্রেসের বা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকেই মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন বিধানসভার সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমায় চাপা ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কংগ্রেস জেলা সভাপতি অধীর চৌধুরী সাগরদীঘিতে জোট প্রার্থীকে উপেক্ষা করে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। সেখানে জোটের প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সুব্রত সাহা। অধীর চৌধুরীর বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী সেখানে তৃণমূলের হয়ে প্রচার শুরু করেছে। সাগরদীঘি ব্লক কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সামশুল হোদাও বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস থেকে নমিনেশন পেপার জমা দিয়েছেন। একইভাবে সিপিএমের দুর্নীতির প্রতিবাদে ও সাগরদীঘি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিতর্কিত সিপিএম নেতা জ্যোতিরূপ ব্যানার্জীর ছেলের চাকরী থেকে নানা অনীতির প্রতিবাদে মোড়গ্রাম জোনাল কমিটির সম্পাদক মহঃ সাজাহান মণ্ডল তাঁর ভাই দাউদ মণ্ডলকে প্রার্থী করেছেন।

জঙ্গিপুরের জোট প্রার্থী মহঃ সোহরাবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জোট প্রার্থী মহঃ সোহরাবকে ঘিরে এখন ৭৫% কর্মীর মধ্যে বিশেষ ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কংগ্রেস জেলা সভাপতি অধীর চৌধুরীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রণব মুখার্জীর সুপারিশে সোহরাব সাহেব প্রার্থী তালিকায় প্রাধান্য পান। অভিযোগ – বয়সের ভারে সোহরাব সাহেবের দলের কোন কাজেই আর আগ্রহ নেই। অথচ মন্ত্রীর প্রভাবে জঙ্গিপুর এলাকায় যেসব ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে ঘর নির্দ্ধারণ থেকে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের যাবতীয় প্রক্রিয়ায় তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এইসব নিয়ে কর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ দেখা যায়। তাঁর স্বজনপোষণ নিয়েও কথা ওঠে। গত ২৭ মার্চ মহকুমা কংগ্রেস কার্য্যালয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের সভাপতি ও কাউন্সিলারদের নিয়ে এক সভা করেন মহকুমা সভাপতি মুক্তিপ্রসাদ ধর। সেখানে জঙ্গিপুরের প্রার্থী মহঃ সোহরাবের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। সভার সিদ্ধান্ত মতো (শেষ পাতায়)

প্রণববাবুর ছবিতে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী বিধানসভা কেন্দ্রে পূর্বতন বিধায়ক হুমায়ুন রেজা প্রার্থী হচ্ছেন এটা এলাকার মানুষ ধরেই নিয়েছিলেন। হঠাৎ ঐ কেন্দ্রে জোট প্রার্থীর তালিকায় বিড়ি শিল্পে গোষ্ঠীর ইমানি বিশ্বাস প্রাধান্য পেলে অরঙ্গাবাদের লুৎফল হকপন্থী একটা বিশাল গোষ্ঠী ক্ষোভে ফেটে পড়ে। সেখানে আই.এন.টি.ইউ.সি অফিস চত্বরে প্রণব মুখার্জীর ছবিতে আগুন লাগানো হয় বলে খবর। জোট প্রার্থীর বিরুদ্ধেও সেখানে প্রার্থী দাঁড় করানো হচ্ছে।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৮২টি পরিবার ত্রিপলের নিচে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী-২ ব্লকের লোকাইপুর গ্রামে সম্প্রতি এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ৫০টি ঘর ভস্মীভূত। সেখানে ৮২টি পরিবার বসবাস করতেন। বর্তমানে তারা সরকারী ত্রিপলের নিচে জীবনধারণ করছেন। অরঙ্গাবাদ ভারত সেবাশ্রম সংঘ স্বামী সনাতনানন্দজীর (শেষ পাতায়)

ভোট ডিউটিতে জি.ডি.এ.-রা তাই অচল হবে হাসপাতাল

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালে ১০৮ জন জি.ডি.এ-র পদ থাকলেও বর্তমানে সেখানে মাত্র ৫০ জন কর্মরত। এদের মধ্যে আসন্ন নির্বাচনে ২০ জনকে ভোটের ডিউটিতে নেয়া হয়েছে বলে খবর। এই পরিস্থিতিতে আগামী ২২ ও ২৩ এপ্রিল হাসপাতালের পরিষেবা এক রকম অচল হয়ে পড়বে বলে অনেকে আশংকা করছেন।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই চৈত্র বুধবার, ১৪১৭

।। প্রসঙ্গ ঃ এন জি ও

বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আরও কিছু বিদেশী সংস্থা এই রাজ্যের উন্নয়নে আগামী কয়েক বৎসরে কয়েকশত কোটি টাকা খরচ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। বিশ্বব্যাঙ্ক ছাড়াও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের মত বিদেশী আর্থিক সংস্থাসমূহ পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করিয়াছে। এই সহায়তায় ঋণ ও অনুদান জড়িত বলিয়া জানা যায়। আরও জানা গিয়াছে যে, বিদেশী সংস্থাগুলির প্রস্তাব অনুসারে প্রদত্ত অর্থ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমেই খরচ করা হইবে।

শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা ভারতে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রভৃতি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী বড় প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুপরিচিত। মহামারী, ঝড়, ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদিতে দূর্গত মানুষের সেবাকার্য চালানর জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে। এইসব বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ নন্ গভর্ণমেন্টাল অর্গানাইজেশন সংক্ষেপে 'এন.জি.ও' নামে পরিচিত। অবশ্য, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ – এই বড় প্রতিষ্ঠানগুলি (এন.জি.ও) কে রাজ্যের শাসকদলের বড় শরিফ অর্থাৎ সিপিএম-এর প্রতিকুলতার মধ্য দিয়া নাকি কাজ করিতে হইয়াছে। এখন বিদেশী সংস্থাগুলি যে আর্থিক সহায়তা এই রাজ্যকে প্রদানের ব্যবস্থা করিতেছে, তজ্জন্য শুনা যাইতেছে যে, সিপিএম দল প্রচুর ছোট ছোট এন.জি.ও গড়িয়া তুলিয়াছে। যাহাদের উপর পার্টির প্রভাব ঢাকিতে রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের নাম ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা ছাড়াও সরাসরি পার্টির সদস্য, এম.পি., এম.এল.এ (প্রাক্তন ও বর্তমান) পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিগণও এন.জি.ও-র পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। পূর্বে এন.জি.ও নামেই সিপিএম-এর যে অ্যালার্জি ছিল, বর্তমানে দেখা যাইতেছে যে, আর তাহা নাই ; বরং যেন বেশ আগ্রহী। অবশ্য ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে স্বপ্রভাবে গঠিত এন.জি.ও-গুলি। হয়ত উদ্দেশ্য, যে আর্থিক 'নয় ছয়তা' আজ যখন দলমতনির্বিশেষে সারা ভারতে ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহারই কিছু যদি ভাগে পড়ে, তাহা স্বদলের এবং দলীয় ব্যক্তিদের উপকার হয়ত হইতে পারে।

আমজনতা ইহা বুঝিতে চাহে না, রাজ্যের উন্নয়নই সকলের কাম্য। কে, কী কতটা কামাইল, দেখিবার প্রয়োজন নাই, করিবারও কিছু নাই। এই রাজ্য শাসক-দলের শক্ত ঘাঁটি, বিরোধী দলের সবই মাটি। এখন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দেখা যাক জল কত দূরে গড়াই।

ভোট দিব কাকে ?

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

যে দেশে শতকরা ৮১ জন লোকই নিজেদের নাম স্বাক্ষর করিতে পারে না, সেই দেশে শাসক নির্বাচন হবে ভোটে। যাঁরা ভোটপ্রার্থী হয়েছেন, তাঁদের কাহাকেও চেনে না এমন ভোটদাতাই অধিকাংশ। নিজেকে সবচেয়ে যোগ্যতম প্রার্থী বলে সাধারণের কাছে প্রচার করতে লজ্জাবোধ করে না এমন ভোট ক্যাঙলাই বেশী। এক্ষেত্রে সরল-হৃদয় সাধারণ লোকের পক্ষে যোগ্যতম ব্যক্তি বাছাই করার মত বুদ্ধি বেশীর ভাগ ভোটারেরই নাই।

এটা হলো বক্তৃতার দেশ। আজ প্রায় চৌদ্দ বৎসর দেশ স্বাধীন হ'য়েছে ব'লে শোনা যাচ্ছে, স্বাধীনতার সুখ সুবিধা কেহ কি বুঝিতে পারিতেছেন ? ভাল ভাল বিদ্বান লোকেও অনুমান করিতে পারেন না কাকে ভোট দিলে দেশের মঙ্গল হবে। ব্যাকরণ নামক শাস্ত্রে বলে আমি "উত্তম পুরুষ"। সব লোকই নিজেকে "আমি" বলে, কাজেই সে উত্তম পুরুষ। এখন সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য ভোট প্রার্থীর মধ্যে যোগ্যতম কে তা নির্ণয় করা কঠিন। যাকে সে ভোট দিবে না সে যদি মেম্বর হয়ে যায়, তখন সে তক্তে বসে যতটুকু ক্ষমতা জাহির করে ভোট না দেওয়া

চিঠিপত্র

(মতামতের পত্র লেখকের নিজস্ব)

জাতীয় সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব আমাদেরও নিতে হবে

রেলমন্ত্রীর পেশ করা ২০১১ সালের রেলবাজেটে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ ট্রেণগুলোর মধ্যে হাওড়া-সাগরদিঘী ও শিয়ালদহ জঙ্গিপুর ট্রেন দুটি মুর্শিদাবাদের মানুষদের মনে স্বস্তি এনে দিয়েছে এবং যাতায়াতের অনেক সুবিধে করে দেবে একথা বলা যেতেই পারে। এক নজরে দেখতে গেলে এই বাজেট হয়তো একসঙ্গে সবাইকে খুশী করতে পারে নি, তবু এই বাজেট কোন উপকারে এল না একথা বলা যাবে না। যে কোন বাজেট অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পেশ করতে হয়। কাজেই একসঙ্গে সবাই এই বাজেটে খুশী না ও হতে পারে। এখন দেখতে হবে ভাঁড়ার উপচে পড়া এই রেলবাজেট যাতে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হয়। ভাড়া কমিয়ে, ট্রেনের গতি বাড়িয়ে, মডেল স্টেশন করে দিলেই হবে না, যাত্রীদের নিরাপত্তা ও রেলের পরিকাঠামো সুনিশ্চিত করার দিকেও রেল কর্তৃপক্ষের নজর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। রেলকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে যারা নিয়োজিত থাকেন তাঁরা যাতে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারেন এজন্য যাত্রীদেরও পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন। কায়েমীস্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে কথায় কথায় ভাঙচুর ও অবরোধ করা মোটেই কাম্য নয়। সব রকম সুবিধে নেব অথচ রেলের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকবে না এটা হতে পারে না। সুস্থ রেলপরিষেবায় আমাদেরও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

জনগণের প্রতি আবেদন

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের জনগণের প্রতি জেলা শাসকের আবেদন তাঁরা যেন কোন অর্থ, পানীয় অথবা অন্যকোন সামগ্রী দিয়ে ভোটারদের প্রোলোভিত না করেন। এই ধরনের অপরাধ ধরার জন্য থানায় ফ্লাইং স্কোয়ার্ড" গঠন করা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি প্রচুর অর্থ নিয়ে কোন বিধানসভা কেন্দ্রে ঘোরাফেরা করেন, ফ্লাইং স্কোয়াড তাঁকে ঐ অর্থ সংক্রান্ত প্রমাণ চাইতে পারে। যাঁরা অনেক অর্থ সঙ্গে নিয়ে বেড়াবেন, তাঁদের কাছে অর্থের প্রাপ্তি ও খরচ বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণ থাকতে হবে। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সূত্রে এই খবর পাওয়া যায়।

মহিলা সমিতির সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভারতের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি সাগরদীঘি শাখার উদ্যোগে সম্প্রতি এক সভা হয়ে গেল। সেখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ১০০০ সদস্যা সভায় উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্যা ও জেলা কমিটির সম্পাদিকা সুলেখা চৌধুরী, সর্বভারতীয় নেত্রী শ্বেতা চন্দ্র, জোনাল কমিটির সম্পাদিকা বাসন্তী হেমব্রম প্রমুখ। অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার গড়ার উদ্দেশ্যে এই সভা বলে জানা যায়।

মানুষের মন্দ করার চেষ্টা করিবে।

এই বিপদ নিবারণের জন্য ইংরাজ সরকার থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সরকার পর্য্যন্ত ভোট দিবার নিয়ম এমন তৈরী করেছেন – যে কে কাহাকে ভোট দিল, তা জানিবার উপায় নাই। সুতরাং সাধারণ ছা-পোষা মানুষের উচিত আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলালের মত সবকে খুশী করা। সব ভোট ক্যাঙলাকেই মিষ্টি কথায় তুষ্ট করে খুব সোহাগ করে নিজের যাকে মন তার বাক্সে ভোটের কাগজ ফেলা। তারপর যে জিতে গেল তাকেই ভোট দিয়েছি বলে নিজের বিপদ কাটানো। আমাদের দেশে হিন্দী ভাষায় একটা উপদেশ বাক্য আছে –

"ছোটা আদমীকা বড়া পদ হোনেসে
উস্‌কো বহুৎ কায়দাসে সেলাম করনা চাহিয়ে।"

যিনি যত বক্তৃতাই করুন না কেন, অন্য দেশে যাই হোক, আমাদের বাংলা দেশে কি হবে কেউ বলতে পারে না। গত পূর্ব সাধারণ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল কত বক্তৃতা করে সারা পশ্চিম বাংলা ঘুরে শেষে দেখলেন পশ্চিম বাংলার ৭টি মন্ত্রীই দন্ত বিকাশ করে পপাত ধরণীতলে। দেখবে খুব লেখাপড়া জানা বিদ্বান ফেল হবে আর 'ক' লিখতে কলম ভাঙে এমন মুর্খ আইনসভার মেম্বর হয়ে সভা আলো করে বসেছে। তবে এ তামাসা দেখে সকলেই প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকাংশ উপলব্ধি করে হাস্য সংবরণ করতে পারেনি।

শ্লোকাংশ হচ্ছে –

"শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা
সঃ কিং নাশ্নাত্যুপানহম্"

মানে হলো – কুকুরকে রাজা করিলে সে কি জুতো খাওয়া ছাড়ে ?

সরকার সব মেম্বরকে (পরের পাতায়)

একটি রঙিন বিপ্লব

অজিত মুখোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা : –

কম কথায় বেশি বলা – তথ্যবিপ্লবের যুগে এরই চল হয়েছে। বড় লেখা আর বাজারে খাচ্ছে না।

পর্যবেক্ষণ : –

বিপ্লব যুগে যুগে, দিশে দিশে।

বিপ্লবের রং লাল। বিপ্লব ও রক্ত যেন দুই পিঠে পিঠি ভাই। বিপ্লবে প্রচুর রক্তপাত, উদ্দেশ্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। বিপ্লব এখানে রাজনৈতিক।

১। বিপ্লবের জননী – ১৭৮৯ এর ফরাসী বিপ্লব।

দুর্বল দেউলিয়া ফরাসী রাজতন্ত্র। আর শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ক্ষমতা লাভের আকাঙ্খা – ঐ দুই বিপ্লবকে নিয়ে এল। রাজতন্ত্র তখন ক্ষমতার তলানিতে। ফ্রান্সকে বাঁচাতে সন্ত্রাসের শাসন প্রবর্তিত হ'ল। এর মূল হোতা হলেন রোবস্পীয়ের। কালাইলের সমুদ্রগভীরে নীলচে ঘন সবুজ রং এর মত নিষ্কলুস্, রোবস্পীয়ের শত্রুমিত্র সকলকে গিলোটিনে পাঠালেন 'ন্যায়ের' প্রতিষ্ঠায়। শেষে তিনিও গিলোটিনে যান। বিপ্লব এখানে ছিন্নমস্তার মত নিজ সন্তানের রক্তপানে ভয়ংকর উল্লসিত। বিপ্লব এখানে রক্ত নদী সমান।

২। আমেরিকার বিপ্লবে – জুলাই ১৭৭৬ সাল।

আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বশাসনের দাবি, আর মাতৃভূমি ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষনের দাপট – অবশ্যম্ভাবী অর্থনৈতিক স্বার্থ সংঘর্ষ আমেরিকানদের বিদ্রোহী করে তুলল। সাত বছরের স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে আমেরিকার বিপ্লব সফল হল। অনেক রক্ত পড়ল। স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের জন্ম হল।

৩। ইংলণ্ডে বিপ্লবের রং সাদা – লাল নয়। ম্যাগনাকাটা (১২১৩) থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ইংলণ্ডের জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে সাংবিধানিক উপায়ে – বিপ্লবের পথে নয়। এটা হল একটা সবল গাছের বেড়ে ওঠার মত "Organic"প্রক্রিয়া। ইংলণ্ডে একবার মাত্র রক্তাক্ত বিপ্লবের চেষ্টা হয়েছিল। বিখ্যাত গৃহযুদ্ধকালে (১৬৪২ – ১৬৪৯) রাজাকে প্রাণদণ্ড দিয়ে ক্রমওয়েল সামরিক শাসন জারি করেন। লোকে এটা মানতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু গেলেনি। ক্রমওয়েলের পর জনগণ এটাকে বমি করে ফেলে আবার রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনে। ইংলণ্ডে "সাদাবিপ্লবের" জের এখনও অব্যাহত।

৪। রুশ / বলসেভিক বিপ্লব – ১৯১৭ রাশিয়ার যুগযুগ ধরে জমাট বাঁধা জার স্বৈরতন্ত্র আর চলছিল না। পচে গলে স্থবির রাশিয়া তখন অগ্নিগর্ভ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার বিপর্যয়, শ্রমিক ধর্মঘট, গ্রামে গ্রামে রুটি ও জমির দাবি – এই পটভূমিতে লেনিন মধ্যপন্থী রুশ বিপ্লবকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করলেন। নভেম্বরে রুশ ট্যাঙ্কবাহিনী সরকারি ভবনগুলির দখল নিল। কোনও গোলাগুলির দরকার হল না। তাই রুশ বিপ্লবের বাইরের চোহারাটি অনেকটা 'মিলিটারি কুৎ' এর মত। রুশ বিপ্লবে অনেক রক্ত পড়ল স্তালিনের আমলে, বিপ্লবের দীর্ঘ মেয়াদী গতি সূত্রে। প্রবাসে দৈবের বশে, ট্রটস্কির জীবন তারা খসল গুপ্ত ঘাতকের কুঠারের আঘাতে।

৫। জর্মন বিপ্লব – ১৯৩৩ : ১৯৩৩ জানুয়ারিতে অস্ট্রিয়ার ক্ষুদে কর্পোরাল হাভাতে হিটলার সাংবিধানিক উপায়ে জর্মনীতে ক্ষমতা দখল করে "তৃতীয় রাইলের" পত্তন ঘটালেন। তারপর সংসদ ভবনে আগুন লানিয়ে জনজীবনের প্রতিটি অঙ্গকে ন্যাৎসীকরণ আরম্ভ করলেন। এটাই নাৎসী বিপ্লব। জার্মানীতে আগে ক্ষমতাদখল, পরে বিপ্লব। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে আগে বিপ্লব, পরে ক্ষমতা দখল।

৬। ভারতীয় বিপ্লব – ১৯৪৭ : ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ ভারতে বিপ্লবের বৃত্তকে পূর্ণ করে। এই বিপ্লবে পশ্চিমের মডেলটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই বিপ্লব ভারতের নিজস্ব। ১৭৫৭ থেকে প্রায় দুইশত বৎসর। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কখনও রক্তঝরা সহিংস আন্দোলন, আবার গান্ধীজির (গ্রামের দেহাতী মানুষজনের কাছে "গান্নি বাওয়া") অহিংস সত্যাগ্রহের পরীক্ষা নিরীক্ষা। ভারতীয় বিপ্লবে রক্ত পড়েছিল – কিন্তু রক্তগঙ্গা বহেনি। এখানে বিপ্লব সর্বংসহ, নানা দিকের, বহু বর্ণের। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যেন দ্বিতীয় মহাভারত আখ্যান। এর বেদব্যাস হলেন অগণন, নির্বাক অনামা জনগণ – এদের অস্তিত্ব আছে, পৃথক মুখ নাই।

৭। এই প্রতিবেদনের আসল উদ্দেশ্য হল একটি রক্তপাতহীন, নিঃশব্দ বিপ্লবের কথা বলা।

ফেব্রুয়ারি মাস বিপ্লব কাল। অনেক আগে এই ফেব্রুয়ারিতে মহামতি মেটেরনিখের পতন হয়। গোটা যুগ তার বিপক্ষে চলে গেছিল।

২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। কি জানি কিযে হ'ল। কাইরোর তাহরির স্বাধীনতা প্রাঙ্গণে লাখ লাখ লোকের জমায়েত। এরা শক্ত মানুষ হুসেনী মুবারকের পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার। সেনাবাহিনী এল। ট্যাঙ্ক নামল। কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হ'ল। তারপর খবরের কাগজে সেই অবিস্মরণীয় ছবি বার হ'ল। গায়ে শীতের জ্যাকেট, পায়ে নর্থস্টার জুতো। ছেলেরা ট্যাঙ্কের সামনে শুয়ে আছে। সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ। কোনও "দ্বিতীয় তিয়ানেনমনি" ঘটলনা। মিশর কর্তা মুবারক অবশ্যম্ভাবীকে মেনে নিয়ে পদত্যাগ করলেন ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৭/১৮টি লোক মারা গেল, সেতো কোন মেলাতে পদপিষ্ট হয়েও এর চেয়ে বেশি লোক মারা যায়। এটাই হ'ল নিঃশব্দ বিপ্লব। রক্তপাত হীন।

৮। মন্তব্য : বিপ্লব বসন্তরোগের চেয়ে বেশি ছোঁয়াচে। মিশরের বিপ্লব বার্তায় গোটা আরব দুনিয়ার বিপ্লবী হাওয়া প্রবলভাবে বইছে। লিবিয়াতে গৃহযুদ্ধ চলছে। বাকি আরব দেশগুলিতে শাসকরা আশংঙ্কায় দিন গুণছেন। মিশরের বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে জনগণই নেতৃত্ব দিয়েছেন। আজ জর্মন কম্যুনিষ্ট নেত্রী রোজা ল্যাক্সেমবার্গ বেঁচে থাকলে খুশি হতেন। তিনি জনগণের মাথার উপর চাপানো নেতৃত্বে বিশ্বাস করতেন না। বিশ্বের বন্দ দরজা গুলি যত খুলবে ততই গণতন্ত্রের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য হবে। মধ্য প্রাচ্যের রং বদলাবে।

ভোট দিব কাকে ?

(২য় পাতার পর)

রেলের প্রথম শ্রেণীর ডবল ভাড়া দিলেও এই মেম্বর থার্ড কেলাসে যাতায়াত করে নিজের প্রবৃত্তি সাধারণের কাছে প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

সব ভোট ক্যাণ্ডলাকেই যথেষ্ট সোহাগ করতে যেন কেহ ভুল না করেন। কারণ সে যদি মেম্বর হয়ে যায় – তার বিশ্বাস কি ?

বছর ত্রিশেক পূর্বে আমাদের জেলায় শ্রীনৃসিংহবাবু নামে এক দারোগা ছিলেন। ভদ্রলোক খুব সদানন্দ পুরুষ। তাঁর কাছে মাতাবিক সিং নামে এক দেশোয়ালী কনষ্টেবল ছিল। কিছুদিন পরে মাতাবিক সদরে পুলিশ সাহেবের আরদালীর পদ প্রাপ্ত হয়। নৃসিংহবাবু সদরে পুলিশ সাহেবের বাসায় গেলেই মাতাবিক তাঁহাকে সেলাম করার আগেই তিনিই মাতাবিককে সেলাম দিতেন। পুলিশ সাহেব এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন– "নৃসিংহবাবু, তুমি আমার আরদালীকে ব্যস্ত হয়ে আগেই সেলাম কর কেন ? সে তো তোমার কাছে কনষ্টেবল ছিল। নৃসিংহবাবু সসম্মানে সাহেবকে বললেন – হুজুর, তা থাকলে কি হবে, এখন মাতাবিক সিং আমার "কন্‌ফিডেন্সাল্ ক্যারাক্টার রোলের" বিধাতা। হুজুর যদি ওর মুখে শোনেন যে আমি ঘুসখোর, মাতাল ইত্যাদি আমার দফা ঠাণ্ডা। কাজেই প্রাণের দায়ে সেলাম করি। সত্য কথা বলতে কি হুজুর, পুলিশ সাহেবের বাড়ীর আয়া-মা লক্ষ্মীর সন্তান সম্ভব দেখলে ঐ গর্ভস্থ সন্তানের উদ্দেশ্যে হাত তুলি – কি জানি ঐ গর্ভে আমার কোনও মুনিব আছে কি না !

কাজেই আজকের ফ্যা ফ্যা করা ভোট ক্যাংলা কাল তক্তে বসে কোন ফ্যাসাদ লাগাবে কি না কে জানে ! সবকেই আদর করে ভোট দিবার আগ্রহ দেখিয়ে যাকে দিবার মন তাকেই দিলে কোন বিপদ নাও হতে পারে।

সব্‌সে মিলিয়ে সব্‌সে হিলিয়ে
সব্‌কা লিজিয়ে নাম।
হাঁজি হাঁজি করতে রহিয়ে
বৈঠকে আপনা ঠাম্।

শ্রীমতীকে বৃন্দাদূতী প্রেমের পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন–

"যদি যাইবি দক্ষিণে, বলিবি পশ্চিমে
দাঁড়াবি পূরব মুখে,
গোপনের প্রেম গোপনে রাখিলে
থাকিবি মনের সুখে।"

প্রকাশকাল – ১৩৬৮

প্রতিবন্ধীদের সার্টিফিকেট দেয়া বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রায় সাত/আট মাস থেকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে প্রতিবন্ধীদের সার্টিফিকেট দেয়া বন্ধ আছে। আদিবাসী ও তপশীলি বহু প্রতিবন্ধী মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে হয়রান হচ্ছেন বলে অভিযোগ। তারা জানতেই পারছেন না ঐ নিদর্শনপত্র কারা দেবে, কবে দেবে। জানা যায়, মানবতার দোহাই দিয়ে ব্লকে গিয়ে ডাক্তাররা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর হাতে হাতে সার্টিফিকেট দিয়ে দেবেন। আরও জানা যায়, ফরাক্কা ব্লকে এই ধরনের একটা শিবির খুলে ডাক্তারদের নাকি চরম হেনস্থা হয়। তাঁরা পুলিশ সিকিউরিটি ছাড়া কোন শিবির পরবর্তীতে খোলা সম্ভব হবে না জানিয়ে জেলা ও মহকুমা শাসকের কাছে চিঠি দিয়েছেন বলে খবর। সামনে ভোট তাই নেতাদেরও এই সব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই বলে কয়েকজন পঙ্গু মানুষ অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন।

আমাদের প্রচুর ষ্টক -
তাই বৈশাখ ও আষাঢ়ের
বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে
সরাসরি চলে আসুন।
নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

জঙ্গিপুরের জোট প্রার্থী মহঃ সোহরাবের (১ম পাতার পর)

সিপিএমের মহিলা প্রার্থীর সঙ্গে টক্কর দিতে জেলা পরিষদ সদস্যা ঝর্ণা দাসের নাম সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কংগ্রেস সেবাদলের মধ্যেও সোহরাব বিরোধী শ্লোগান ওঠে। এই পরিস্থিতিতে কর্মীদের সমর্থন পেতে মহঃ সোহরাব প্রত্যেকের বাড়ী গিয়ে ভুল বোঝাবুঝি অবসানের চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে খবর। আরও খবর, ২৯ মার্চ কংগ্রেস কার্য্যালয়ে মহা সোহরাবের সমর্থনে এক সভা হয়। সভা পরিচালনা করেন রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক সভাপতি অরুণ সরকার। আলোচনায় দেয়াল লিখন ও প্রত্যেক এলাকায় গিয়ে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ কাটাতে মহঃ সোহরাব সক্রিয় হবেন ঠিক হয়। ৪ এপ্রিল জোট প্রার্থীরা নমিনেশন পেপার জমা দেবেন বলে জানা যায়।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৮২টি পরিবার (১ম পাতার পর)

নেতৃত্বে সেখানে প্রশাসনের সঙ্গে সেবাকার্য্য শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে সুতীর বিধায়ক জানে আলম মিঞা জানান, গত ২৭ মার্চ '১১ তিনি বহরমপুরে জেলা পরিষদের সভাধিপতির সঙ্গে দেখা করে লোকাইপুরের ছিন্নমূল পরিবারগুলোর জন্য গৃহনির্মাণের ব্যাপারে কথাবার্তা বলেছেন। জেলা শাসকের কাছে ঐসব গৃহহারাদের নামের তালিকা ও দিয়ে এসেছেন। সরকারের 'আশ্রয়' প্রকল্পে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার আবেদনও জানিয়েছেন।

ভোটের তোড়জোড়ে অসম্পূর্ণ বিদ্যুৎচুল্লীর উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন শ্মশানঘাটের অসম্পূর্ণ বিদ্যুৎচুল্লী ভোটের দিন ঘোষণার আগেই উদ্বোধন হয়ে গেল। উদ্বোধক অরঙ্গাবাদের বিধায়ক ও ধুলিয়ান পুরসভার একচ্ছত্র অধিপতি তোয়াব আলি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জঙ্গিপুরের প্রাক্তন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। ধুলিয়ানের পুরপতি সুন্দর ঘোষ বলেন, চুল্লীর কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় শবদাহ চালু করতে সময় লাগবে।

যা কংগ্রেস পারেনি তা মমতা পেরেছে – মহঃ সোহরাব

নিজস্ব সংবাদদাতা : তৃণমূল সেবাদলের উদ্যোগে জঙ্গিপুর বিধানসভার জোট প্রার্থী মহঃ সোহরাবের প্রচারে এক কর্মীসভা ডাকেন তৃণমূল ব্লক স্তরের নেতৃবৃন্দ ২৭ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ গোপালনগরের এক লজে। সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল সেবাদলের ভাইস চেয়ারম্যান সালাম সেখ ও জেলা সেবাদলের চেয়ারম্যান সৌরেন সরকার। এছাড়া তৃণমূরের দুই ভাইস চেয়ারম্যান ইমদাদুল হক্ ও গৌর ঘোষ। ঐ সভায় মহঃ সোহরাব বলেন, "কংগ্রেসের যা করা উচিৎ ছিল তা পারেনি, তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী সেটা করেছেন। দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামফ্রন্টের অপশাসনের কথা তাঁর ভাষণে উঠে আসে। প্রার্থীর পক্ষে জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান বলেন, "সোহরাব সাহেব জিতলে মন্ত্রী হবেন, এ আশ্বাস আমি দিচ্ছি। জোট প্রার্থী হিসাবে তাঁকেই ভোট দেওয়া উচিৎ।"

তরুণ কবি
মোঃ নুরুল ইসলামের অনবদ্য কবিতা গ্রন্থ
"দুনিয়া" প্রকাশের মুখে
যোগাযোগ - ৯৪৩৪৫৩১৭৩৫

নির্বাচন বিধিতে এবার ভোটারদের কাছে সব (১ম পাতার পর)

কেন্দ্রীয় বাহিনীর খপ্পরে পড়লে স্থানীয় থানায় গিয়ে কৈফিয়ৎ পেশ না করা পর্যন্ত নিস্তার নেই। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, এবার সরকারী লোক গিয়ে বাড়ী বাড়ী ভোটার স্লিপ দিয়ে আসবেন এবং নিরাপত্তা কঠোর রাখতে ভোটের দিন প্রত্যেক বুথে প্যারা মিলিটারী ফোর্স মোতায়েন করা হবে। এছাড়া রাখা হবে বুথ পিছু একজন করে মাইক্রো অবজারভার। আরো জানা যায়, জন অভিযোগ শোনার জন্য জেলা নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তরে একটা কনট্রোলরুম ও কল সেন্টার খোলা হয়েছে। যার ফোন নম্বর ০৩৪৮২ / ২৭৪৯১৬, মোবাইল – ৭৭৯৭২৮৮৮০২

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
রঘুনাথগঞ্জ, হরিদাসনগর, কোর্ট মোড়, মুর্শিদাবাদ
(আকর্ষণীয় জ্যোতিষ বিভাগ)
আসল গ্রহরত্ন ও উপরত্নের সম্ভারে সুদক্ষ কারিগড় কর্তৃক সোনার গহনা তৈরীর বিশ্বস্ততায়, আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্পন্ন গহনা তৈরীর বৈশিষ্ট্যতায় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবায় আমরা অনন্য। এছাড়াও আছে "স্বর্ণালী পার্লসের" মুক্তোর গহনা।
: জ্যোতিষ বিভাগে :
অধ্যাপক শ্রী গৌরমোহন শাস্ত্রী (কলকাতা) (ভাগ্যফল পত্রিকার নিয়মিত লেখক) প্রতি ইং মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শনি ও রবিবার।
শ্রী এস. রায় (কলকাতা) প্রতি ইং মাসের ১ ও ২ তারিখ।
(অগ্রিম বুকিং করুন)
Mob.- 9475195960 / 9475948686 / 9800889088
PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।